দশমহাবিদ্যা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

দশমহাবিদ্যা

[১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

ঠিক 'বৃত্রসংহারে'র মত না হইলেও ক্ষুদ্র 'দশমহাবিদ্যা' লইয়া বাংলা দেশে তুমুল আলোচনা ও বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছিল। এই চটি কাব্যখানি সম্বন্ধে ভূদেব বঙ্কিম সঞ্জীব চন্দ্রনাথ রামগতি অক্ষয়চন্দ্র এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার অজ্ঞাতনামা লেখকগণ—এক কথায় বাংলা-সাহিত্যের তৎকালীন প্রধানেরা সকলেই মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, এই আলোচনা ও বিতর্কের অধিকাংশই শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' দ্বিতীয় খণ্ডের (১৩২৭) ২৮১-৩৬০ পৃষ্ঠায় বিধৃত করিয়া এ যুগের পাঠকদের 'দশমহাবিদ্যা'র গূঢ় তাৎপর্য বুঝিবার সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে হেমচন্দ্রের নিকট লিখিত মনস্বী ভূদেবের পত্রাবলী সর্বাধিক মূল্যবান। বস্তুত, হেমচন্দ্র তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ মতই 'দশমহাবিদ্যা' রচনা ও সংস্কার করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কমোহন পরবর্তী কালে (১৯১৫, 'বঙ্গবাণী' ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১-১১) চমৎকার বিশ্লেষণের দ্বারা 'দশমহাবিদ্যা' রচনার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

> 'ছায়াময়ী' প্রকাশ করিয়া হেমচন্দ্র অনন্ত নরক-বাদ এবং স্বকীয় বিশ্বাসের মধ্যে এক তুমুল আত্মিক সংগ্রামে পড়িয়া গেলেন। বিশ্বজগতের যবনী অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক একবার প্রকৃত রহস্য কি করিয়া বুঝিয়া লইবেন, সে আশায় আকুল হইলেন। হেমচন্দ্র প্রকৃত মানবহিতাকাঙ্ক্ষী ; সমগ্র মানব-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে এত ভাবনা ভাবিয়াছেন, আমাদের দেশে এমন কবি আর নাই। এই আকুলতার ফল 'দশমহাবিদ্যা'।...এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে এক অদ্বিতীয় বস্তু। উহা সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত নহে।...উহা একদিকে খ্রীষ্টীয় নরকবাদের প্রতিবাদ ;

বর্তমান কালে কবি কালিদাস রায় 'দশমহাবিদ্যা' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> ...এই কাব্যে হেমচন্দ্রের কল্পনার বিশালতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমবায় হইয়াছে। ইহাতে হেমচন্দ্র প্রচলিত ছন্দ ত্যাগ করিয়া হ্রস্বদীর্ঘমাত্রায় প্রাকৃত ভাষার ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর ছন্দোলোকে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে।... যদি দশমহাবিদ্যার ব্যঙ্গার্থ কল্পনা করা যায় তাহা হইলে এ কাব্যের মর্য্যাদা ঢের বাড়িয়া যায়।

সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন—চরাচর শঙ্করের সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল। ইহা অবিদ্যার মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাশক্তির কি মৃত্যু আছে ?

শক্তি রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে—কখনও ধ্বংস পায় না। সে শক্তি কখনও রুদ্ররূপে, কখনও শান্তিরূপে প্রকাশ পায়। যে শক্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ধ্বংসসাধন করে—সেই শক্তিই নিয়ন্ত্রিত হইয়া জীবের মঙ্গল সাধন করে—··দশমহাবিদ্যার এক একটি বিদ্যা মহাশক্তির এক একটি রূপেরই রূপক মাত্র। গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন ও এই দশমহাবিদ্যার প্রকটন একই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বলা যাইতে পারে। দুই-ই শোক-মোহের মায়া বা অবিদ্যার জাল ছেদনের জন্য। হেমচন্দ্র সচেতন ভাবে এই সত্যটিকে যদি ফুটাইতেন তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হইত।—'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়', ১ম খণ্ড, ১৩৫৬, পৃ. ১৫০-৫১।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'দশমহাবিদ্যা'কে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

দুর্ভাগ্যক্রমে 'দশমহাবিদ্যা'র দর্শন-ভাগ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কাব্যের পোষাক-পরিচ্ছদ বড় জাঁকাল ;···রচনার সুর—'রে সতি রে সতি!' বড়ই করুণ অথচ গম্ভীর ; সরল অথচ মর্ম্মভেদী। সূচনা সুন্দর।—কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অবোধ্য হইয়া উঠে। কবি, নিজ ইচ্ছামত পুরাণের বর্ণনা ভাঙ্গিয়াছেন, গড়িয়াছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য, তাহা বুঝা যায় না।—'কবি হেমচন্দ্র,' ২য় সং, পৃ ৩১।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার জবাব না দিবার ছলে বলিয়াছেন—

'দশমহাবিদ্যা'র কথা লইয়া আমরা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিতণ্ডায় মাতিব না। বস্তুতঃ, হেমচন্দ্র 'দশমহাবিদ্যা'র ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়া রাখিয়াছেন যে আমি শাস্ত্রী কথা অথবা চলিত মতের প্রগুম্ফতায় প্রবৃত্ত হই নাই। দশমহাবিদ্যার রূপ-বর্ণনায় সকল তন্ত্রও একমত নহেন ; নানা তন্ত্রে নানা ভাবে দশমহাবিদ্যার চিত্রসকল অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং সে পক্ষ ধরিয়াও হেমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া চলে না। কাব্যের হিসাবে 'দশমহাবিদ্যা' বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব সামগ্রী—বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড়ই প্রগাঢ়।—"কবি হেমচন্দ্র," 'সাহিত্য', ১৩১৯।

'দশমহাবিদ্যা' ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা দিবার তারিখ ২২ ডিসেম্বর, ১৮৮২। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৪। আখ্যাপত্র এইরূপ :—

দশমহাবিদ্যা। গীতিকাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। "Where shall......ample range!" Goethe's *Faust*. কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯নং ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৯ সাল, ইং ১৮৮২। [*All rights reserved.*]

পাঠনির্ণয়ে প্রথম সংস্করণই বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যা

Where shall I grasp thee, infinite Nature, where ?

* * * * *

How all things live and work, and ever blending
Weave one vast whole from Being's ample range !"

Goethe's *Faust.*

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন

ইহাতে গুটিকত নূতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও সংস্কৃত, অথবা প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। আপাততঃ দুই একটিকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্যরূপ।

সেই সকল ছন্দের অক্ষরযোজনা এবং আবৃত্তির নিয়ম সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই; কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। অপিচ, কতিপয় ছন্দের নিম্নভাগে সে বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং ছন্দোবিশেষে দীর্ঘ উচ্চারণের স্থান নির্ণয় জন্য মাত্রার উপরিভাগে গুরুতাজ্ঞাপক (—)এইরূপ চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে অন্য দোষের সংশোধন না হউক, সেই সকল ছন্দের গঠন বুঝিবার এবং পাঠ করিবার সুবিধা হইবে, মনে করিয়াছি।

গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দগুলি সম্বন্ধে এই কয়টি স্থূল কথা মনে রাখা আবশ্যক—সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দ্দিষ্ট সকল গুরু বর্ণেরই সর্ব্বত্র গুরু উচ্চারণ না করিয়া কেবল চিহ্নিত স্থানগুলিতে স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের গুরু উচ্চারণ করিলেই চলিবে। চিহ্নগুলিও সেই ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণের সর্ব্বত্র যথাযথ উচ্চারণ হইবে। আর একটি বিশেষ নিয়ম, অকারান্ত পদের অন্তে স্থিত অকার, হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে, উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। কেবল কয়টি গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দ সম্বন্ধে এই নিয়ম, অন্যত্র নহে।

দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।

খিদিরপুর।
অগ্রহায়ণ। ১২৮১ সাল।

দশমহাবিদ্যা

সতীশূন্য কৈলাস

দীর্ঘ ত্রিপদী

ছিন্ন হইল সতীদেহ,* শূন্য হৈল শিবগেহ,
বামদেব বিরসবদন।
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,
অন্ধকার বিঘোর ভুবন ॥
সতীমুখ-বিভাসিত যে আলোক শোভা দিত,
পুলকিত কুসুম-কানন।
পেয়ে যে কিরণমালা, সুবর্ণ মণি উজালা,
সে আলোক নহে দরশন ॥
শুষ্ক কল্পতরু-সারি, শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,
শূন্যকোল সতীসিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগত-প্রাণ, নিরুদ্ধ সৌরভঘ্রাণ,
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গকূজন ॥
নন্দী শুয়ে রেণু'পর, কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্রবাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর, দূরে রাখি বাঘাম্বর,
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন ॥
আনন্দ-আলয় যিনি, আজি চিন্তাময় তিনি,
ধ্যানে ধরি সতীদেহ-ছায়া।
ছুঁড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দলি ভস্মজাল,
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া ॥
মুখে "সতি"—"সতি" স্বর বিনির্গত নিরন্তর,
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন।

* সুদর্শনচক্রে ছিন্ন হইবার পর।

করে জপমালা চলে, মুখ "ববম্" বলে,
অন্য শব্দ সকলি মলিন ॥
জটালগ্ন ফণিমালা, মিলাইয়ে জিহ্বাজ্বালা,
লুকাইল জটার ভিতর।
নিষ্পন্দ পবনস্বন্, নিরানন্দ পুষ্পগণ
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণু'পর ॥
থামিল গঙ্গার রব, নির্ব্বাক্ প্রমথ সব,
কৈলাস-জগৎ অচেতন।
কদাচিৎ "মা" "মা" নাদে, অসম্বিৎ নন্দী কাঁদে,
"বম্" শব্দ সহ সম্মিলন ॥
কৈলাস-অম্বরময়, তারা সূর্য্য অনুদয়,
ক্ষণকালে নিভিল সকল।
তমঃ-ছন্ন দিগাকাশ, কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল ॥
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ, স্কন্ধে কভু তুলি হাত,
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার, সুকুমার তনু তাঁর,
মমতার অভ্যাস যেমন ॥
তখন নয়ন ঝরে, পূর্ব্বকথা মনে সরে,
সরে যথা নদী-প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময়, নিমীলিত নেত্রত্রয়
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন ॥
হারায়ে অর্দ্ধাঙ্গ সতী, কাঁদেন কৈলাসপতি,
যুগযুগান্তের কথা মনে।
জগতের জড় জীব, কান্দিছেন হেরি শিব,
কান্দিতে লাগিলা তাঁর সনে ॥

মহাদেবের বিলাপ

দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী*

"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥
শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ,
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
জলনিধি-মন্থনে, অমৃত উছালিল,
যত সুর বাঁটিল তাহে।
ভস্ম-ভকত হর, হরষিত অন্তর,
গ্রাসিল গরলপ্রবাহে॥
"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।

*(—) চিহ্নিত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারান্ত পদের অন্তে স্থিত 'অ' উচ্চারিত হইবে।

ভিক্ষুক বিষধর, হরষিত অন্তর,
সংসাররতি-নিরবাণে ॥
কারণবারি'পরে হরি কমলাসন
ঘৃণা করি যে ক্ষণ হেলে।
নির্ঘৃণ ত্রিনয়ন, আহ্লাদে সেহ ক্ষণ,
শব'পরি আসন মেলে ॥
প্রীত কমলাপতি রতনবর-পাত্রে,
নরভালে প্রীত গিরীশ।
পুষ্পকবাহন বাসব সুরপতি,
বৃষবর-বাহন ঈশ ॥
"রে সতি অরে সতি," কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥
ভিক্ষুক-আছরম, ঘুচিল অতঃপর,
তব সহ মেলন শেষ।
জটাধর শঙ্কর, নবসুখ-পাগর,
পরিশেষ সংসারিবেশ ॥
হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত,
দম্পতী-পরণয়-বাসে

কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,
দক্ষদুহিতা ছিল পাশে ॥
যোগ-ধরমপর গৃহস্থ-ধরমে
নিমগন এখন শম্ভু।
পান-পিয়াসরত সবহি আগম
চারি-বেদ-সাগর-অম্বু ॥
"রে সতি অরে সতি," কান্দিল পশুপতি
পাগল প্রমথেশ শম্ভু ॥
কতবিধ খেলন, মূরতি প্রকটন,
ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা।
থাকিবে চিরদিন, হৃদিপটে অঙ্কন,
সে সব বিলসিত লীলা ॥
কৃশা-কেশিনীরূপে, রাজিলা যেহ দিন,
চারি হাতে বাদন ধরি।
শঙ্খ-ডমরু-বীণা নিনাদনে নাচিলে
ত্রিভুবন-চেতন হরি ॥
দ্রব হ'ল বাসব, দেবী অমর সব,
আদ্রব বিধিহৃষিকেশ।
বিঁসরিতে নারিব সেহ দিন কাহিনী,
যে কাল রবে চিতলেশ ॥

"রে সতি অরে সতি," কান্দিল পশুপতি,
পাগর শিব প্রমথেশ ॥
সেহ যোগ সাধন কি হেতু ঘুচাইলি
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি,
সে সাধ এত দিন পরে ॥
"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥

নারদের গান

ধীরললিত ত্রিপদী

আনন্দধ্বনি করি, মুখে বলি হরি হরি,
নারদ ঋষি রত সুললিত নটনে।
প্রবেশিলা হেন কালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তালে,
বিচেত বিভুগানে ত্রিভুবন ভ্রমণে ॥—
"কেবা হেন মতিমান, কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে।
অনন্ত পরমাণু, বিকট বিদ্যুদ্ভানু,
উদ্ভব কোথা হ'তে, কি হইবে চরমে ?
হর হরি ব্রহ্মন্ সচেতন জীবগণ,
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে ?

মানস কিরূপ ধন, জড়েই কি বিশেষণ,
জড় সনে সঞ্চারে কিবা বিধিমননে ?
সুখ কি জীবিতমানে ? কিবা অথ নির্ব্বাণে ?
কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা ?
অশুভ সৃজন কার ? নিরমল বিধাতার
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা ?
ক্ষিতি অপ্ তেজ নভঃ, ভিন্ন কি, একি সব ?
পঞ্চ, কি আদিভূত অগণন গণনা ?
সে তত্ত্ব-নিরূপণ করিবারে কোন জন,
সমর্থ দেবঋষি মানবের ভাবনা ?
গাও বীণা হরিগান, দুর্লভ যেই জ্ঞান,
নিষ্ফল মানি তারে পরিহর মানসে।
প্রকাশ মন-সুখে হরিনাম লিখি বুকে,
যে জ্ঞানে জীবলোক প্রকটিত হরষে॥
জগত কি সুখধাম, মধুর কি বিভুনাম,
গাও রে প্রেমভরে মনোহর বাদনে।
ঝঙ্কার ঝঙ্কার, উল্লাসে বল আর,
আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন-জীবনে।
ধরম ধরমপর আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে।
মোক্ষদ সার বাণী শুনা রে জাগায়ে প্রাণী,
সুস্বরে নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে॥
ত্রিগুণে যে গুণময় যাঁ হ'তে এ সমুদয়
উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে।
দিবানিশি নাহি আন্, সপ্তমে তুলি তান,
নারদ-মনোমত ধ্বনি, বীণা, বাজা রে॥"

নারদের বীণাবাদন

ভঙ্গপদী পয়ার

আনন্দগদগদ নারদ মাতিল।
তন্ত্রী তুলিয়া, তার্ মার্জ্জিত করিল॥
মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে॥
রুণু রুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।
ক্রমে গুরু গর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া॥
মিশ্রিত নানা সুরে কভু উতরোল।
স্বর-সরিতে যেন খেলিছে হিল্লোল॥
চেতন আজি যেন ঋষিবর-হাতে।
বীণা ভাষিল ধ্বনি মধুর ভাষাতে॥
রাগরাগিণী যত জাগ্রত হইল।
রূপ প্রকাশিয়া ত্রিভুবন রাজিল॥
গ্রহ আদি ভাস্কর ছিল যত ভুবনে।
রোধিল নিজগতি সঙ্গীত-শ্রবণে॥
সুরলোক মোহিত মোহন কুহকে।
স্তম্ভিত বীণাপাণি সুরতান্ পুলকে॥
কৈলাসতামস বিরহিত নিমিষে।
মধুঋতু ভাতিল মনের হরিষে॥
আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল।
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল॥
শিবশিবাবাহন বৃষভ কেশরী।
চঞ্চল-চিত উঠে হরষেতে শিহরি॥
সে ধ্বনি পশিল শিবহৃদি ভেদিয়া।
জাগিল পশুপতি ঈষৎ চেতিয়া॥

"বববম্" শবদ নিনাদি সদানন্দ।
মেলিলা ত্রিলোচন মৃদু মৃদু মন্দ॥
নিরখিলা নারদে প্রমত্ত বাদনে।
বিহ্বল শঙ্কর ভকতের সাধনে॥
সাদরে তুষি তাঁরে কাছে দিলা স্থান।
ভোর হইলা ভোলা শুনে বীণাগান॥

শিবনারদ-সংবাদ

লতিকাপদী

চেতন পাইয়া চেতনানন্দ
নারদ-সঙ্গীত শ্রবণে।
ঈষৎ হাসিতে অধর-মণ্ডিত
কহেন সুধীর বচনে॥—
"অহে ভক্তিমান্ ভ্রান্তিবিলাসে
শিবেরো প্রমাদঘটনা।
অনাদ্যারূপিণী ভবপ্রসবিনী
সতীরে মানবীভাবনা।
আমারি এ ভ্রম স্নেহেতে যখন
না জানি তখন ভুবনে,
ভালবাসাময় জগত নিখিলে
যমব্যথা কত জীবনে।
মমতা মায়াতে জগতের লীলা
খেলিছে আপনা আপনি।
মমতা মায়াতে সকলি সুন্দর,
পশু পক্ষী নর অবনী॥
জীবনে জীবন এ ডোরবন্ধন,
যদি না থাকিত জগতে।
বিধু বিভাকর সকলি আঁধার
হইত অসার মরতে॥

বুঝে তথ্য সার কুহকের হার
নারায়ণ জীবপালনে,
রচেন কৌশলে সোণার শিকলে
পরাণী বাঁধিতে বন্ধনে—
শুন হে নারদ, সে প্রমাদ নাই
তোমার গভীর বাদনে।
চৈতন্যরূপিণী সতীরে আবার
নিরখিতে পাই নয়নে॥
পরমাপ্রকৃতি পরমাণু-মূল
কারণকলাপমালিনী।
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা
নিখিল অঙ্কুররূপিণী॥
নিরখি আবার লীলাবিলাসিনী
ব্রহ্মাণ্ড জড়ায়ে বপুতে।
ক্রীড়ারঙ্গে রত প্রমত্ত মহিলা
নিবিড় রহস্যমধুতে॥"
বলি বিশ্বনাথ জাহ্নবী-প্রপাত
জটা হ'তে দিলা খুলিয়া।
ববম্-ধ্বনি উঠিল তখনি
কৈলাস-আকাশ পূরিয়া॥
হেরি মহাদেবে এহেন প্রকৃতি
নারদ চকিত মানসে।
জিজ্ঞাসিলা হরে কি মূরতি ধ'রে
দক্ষসুতা এবে নিবসে॥
"হে শিব শঙ্কর মম দুঃখ হর
কৃপাতে কহ গো তনয়ে।
দয়াময়ী শিবা প্রকাশিলা দিবা
উদিয়া কিবা সে আলয়ে।
জননীর স্নেহ না জানি ভবেশ,
না পশি কখনও জঠরে।

ব্রহ্মার মানসে জনমে নারদ,
জননী কভু না আদরে ॥
সে ক্ষোভ আমার ছিল না, দেবেশ,
দাক্ষায়ণীস্নেহ-সুধাতে।
জননী পেয়েছি যখনি কেঁদেছি
প্রাণের পিপাসা ক্ষুধাতে।
কহ, ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তাঁরি
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ, মনের মতন,
সাধনে আবার পূজিব ॥”
নারদে কাতর হেরি কন হর
“অধীর হইও না ঋষি।
দেখিবে এখনি মহামায়াকায়া-
ছায়া আছে বিশ্বে মিশি ॥
বিশ্ব-আবরণ হবে নিবারণ,
দেখিবে এখনি নিমিষে।
বিশ্বরূপধরা বিশ্বরূপহরা
খেলেন আপন হরিষে ॥
দেখিবে এখনি অনাদ্যা মূরতি
অপার আনন্দে মাতিয়া।
বিদ্যারূপ দশ ভুবন পরশ
করেছে আকাশ জুড়িয়া ॥
মহাযোগী যায় দেখিতে না পায়
সে রূপ দেখিবে নয়নে।
এই ভবলীলা যেবা বিরচিলা
দেখিবে সে আদি কারণে ॥”

শিবকর্তৃক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপসারিত

ত্রিপদী পয়ার *

মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল॥

বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীম জটা আকাশেতে উঠিল॥

ছড়াইল জটাজাল দিকে দিকে ছুটিয়া।
দীপ্ত যেন তাম্রশলা ভানুকরে ফুটিয়া॥

হিমময় ধবলের গিরি যেন উঠেছে।
শূন্য পুরী শিরে করি বিশ্ব ’পরে ধরেছে॥

মৌলিদেশে কলকল তরঙ্গিণী জাহ্নবী।
ঝরিতেছে ঝরঝর শতধারা প্রসবি॥

শশিখণ্ড ধ্বক্‌ধ্বক্ জ্বলিতেছে কপালে।
ত্রিনয়নে তিন ভানু জ্বলে যেন সকালে॥

ব্রহ্ম-অণ্ড যেন খণ্ড মেরুদণ্ড পরিয়া।
বিশ্বনাথ ঊর্দ্ধহাত কৌতূহলে পূরিয়া॥

ওঁকার তিন বার উচ্চারিয়া হরষে।
ব্যোমকেশ বিশ্বতনু ধীরে ধীরে পরশে॥

শ্বাসরোধ করি ভীম শুষিলেন অচিরে।
বিশ্ব-অঙ্গ লুকাইল মহাকাল-শরীরে॥

একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্র তারা রশ্মি মেঘ অভ্র সনে ডুবিল॥

* প্রত্যেক পংক্তিতে তিন তিন পদ; প্রথম দুই পদের আট অক্ষরের পর মধ্য যতি এবং শেষ পদের সর্ব্বশেষে পূর্ণ যতি। শেষ পদ কিছু দ্রুত উচ্চারিত।

গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।
অনুক্ষণ অদর্শন মহাদেব-শোষণে॥

স্বর্গপুরি রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব-অঙ্গে মিশিল॥

ঘুরে ঘুরে শূন্যপথে বিশ্বকায়া ধায় রে।
ঝড়ে যেন অরণ্যেরে পল্লবেতে ছায় রে॥

জগতের আবরণ নিবারণ পলকে।
দাঁড়াইলা মহাদেব বিভাসিত পুলকে॥

বিশ্বময় ঘোরতর অন্ধকার ঢাকিল।
শিবভালে প্রজ্বলিত হুতাশন জ্বলিল॥

দাঁড়াইলা মহেশ্বর করপুট পাতিয়া।
ধরিলেন বিশ্ববীজ- পরমাণু তুলিয়া॥

গরাসিলা বীজমালা গণ্ডূষেতে শুষিয়া।
দাঁড়াইলা মহেশ্বর হুহুঙ্কার ছাড়িয়া॥

মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশূন্য ভুবনে।
শূন্যময় ব্যোমগর্ভ নীল অভ্রবরণে।

অতি স্বচ্ছ পরিষ্কৃত পারদের মণ্ডলী।
ছড়াইয়া আছে যেন দিক্‌চক্র উজলি।

ভবদেব বিশ্বকায়া আবরণ খুলিয়া।
কহিলেন নারদেরে "হের দেখ চাহিয়া॥"

ব্যোমকেশ-রূপ ত্যজি মহাদেব বসিল।
মহাঋষি চমকিত পুলকেতে পূরিল॥

নারদের মহাকাশ দর্শন

দ্রুতললিত পয়ার।*

মহাঋষি নারদ পুলকিত হরষে।
অনিমেষ লোচনে নিরখিছে অবশে॥
চক্ররেখাতে ঘুরি সারি সারি সাজিয়া।
দশ দিকে শোভিতে দশপুরি হাসিয়া॥
পরতেক মণ্ডলে মহারূপ-ধারিণী।
লীলানিরত সতী স্মরহর-ভামিনী॥
চক্রজঠর-ভাগে নীলবর্ণ আকাশে।
শত শত সুন্দর ব্যোমরথ বিকাশে॥
খেলিছে কত দিকে কতমত ক্রীড়নে।
দামিনীলতা যেন ঘনঘটা মিলনে॥
চক্রগতিতে রেখা গগনেতে পড়িছে।
বক্র কিরণ ঋজু কিরণেতে কাটিছে॥
পূর্ণ বর্ত্তুলাকার কভু ডিম্বশোভনা।
সুন্দর নানাগতি নানারেখা চালনা॥
রুণু রুণু গুঞ্জন রথগতি-স্বননে।
কোটি নক্ষত্র যেন বিহারিছে ভ্রমণে॥

* প্রত্যেক পংক্তিতে দুই চরণ, প্রত্যেক চরণ দ্রুত পাঠ্য। (—)চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং অকারান্ত শব্দের অন্তে স্থিত 'অ' উচ্চারিত হইবে।

অনন্ত পথে গতি   অনন্ত গণনা।
মঞ্জুল মনোহর   ব্যোমযান খেলনা॥
নিরখিলা নারদ   বিকলিত মানসে।
অন্ত সুরয তারা   সে গগন পরশে॥
কিবা আলো উজ্জ্বল   সেহ দশ ভুবনে।
নরলোকে সে আলো   নাহি জানে স্বপনে॥
দিনমণি হেথা যায়   সেথা তায় রজনী।
রাজিছে দশপুরি   নিন্দিয়া অবনী॥
পরাণী কতই খেলে   দশপুরি ভিতরে।
মধুর কতই ধ্বনি   জীবকণ্ঠে বিহরে॥
বায়ুপথে শিঞ্জিত   প্রাণিগণ-ভাষাতে।
ভাসিত তারা শশী   মধুকণ্ঠধারাতে॥
নারদ ঋষিবর   শঙ্করে কহিলা।
"হে শিব, দাসানুজে   কৃপা যদি করিলা॥
বাসনা মম, দেব,   কাছে গিয়া নেহারি।
মোহন মায়া ইহ   কে বা আছে বিথারি॥"
মৃদু হাসি রঞ্জিল   মহাদেব-বদনে।
বিচলিত কৈলাস   মৃদু মৃদু চলনে॥
ধীরমৃদুলগতি   কৈলাস চলিল।
মধ্য গগনভাগে   শিবপুরি বসিল॥

দশ দিকে সুন্দর দশপুরি রাজিত।
কেন্দ্র নিমজ্জিত কৈলাস থাপিত॥
দেখিল ঋষিবর অনিমেখ নয়নে।
মূরতি অপরূপ সেহ দশ ভুবনে॥

মহাশূন্যে দশ ব্রহ্মাণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ

দীর্ঘ ললিতত্রিপদী

নিরখে নারদ ঋষি কতই আনন্দে রে
নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত।
রজনীতে তারকায় যেখানে গগনগায়
সিংহের আকার ধরি রাশিচক্রে ফিরিত;
সেইখানে মনোহর, অভিনব শোভাধর,
নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত।—
বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে।
কালরূপিণী কালী সে ভুবনে হাসিছে॥

নিরখে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে।
উদয় গগনগায় গুটিকত তারকায়
মানবকন্যার রূপে যেইখানে থাকিত,
সে ভুবন বামদেশে ব্রহ্মাণ্ড নবীন বেশে
উদয় হয়েছে শূন্যে দিক্‌চক্রে শোভিত।—
কন্যারাশি-কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।
তারারূপিণী বামা সে ভুবন শাসিছে॥

৩

নেহারি নারদ ঋষি কুতূহলে মাতিল।
মনোহর নভপটে আকাশের সেই তটে
আগে যেথা ধনুরূপে তারারাজি আছিল,
সেইখানে মহাঋষি কুতূহলে দেখিল।—
ভীম ব্রহ্মাণ্ডকায়া এবে সেথা ভাসিছে।
ষোড়শীরূপে বামা সে ভুবনে হাসিছে॥

৪

পুলকিত মহাঋষি পুনঃ হেরে প্রমোদে।
বারিকুম্ভ কাঁখে করি যেখানে গগনোপরি
তারকারূপিণী যত সখীগণে খেলিত ;
সেখানে সে রাশি নাই, ঘেরেছে তাহার ঠাঁই
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক কিরণেতে ভাসিত।—
অপরূপ প্রভাময় বিশ্ব সেথা ফুটেছে।
বামা ভুবনেশ্বরী-রূপ তাহে সেজেছে॥

৫

নেহারে নিকটে তার নারদ উন্মনা রে।
বিচিত্র জগতকায়া, অনন্ত ধরেছে ছায়া,
ফুটেছে অনন্ত শোভা, কিবা তার তুলনা,
নেহারে স্তিমিত হয়ে, নারদ উন্মনা।—
রাশি-চক্রেতে যেথা মকর ভাসিত।
ভীমা ভৈরবী বিশ্ব সেখানে উদিত॥

৬

মহাঋষি নিরখিল উচাটিত পরাণে—
সুদূর গগনকোলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড দোলে,

মহাকায়া বিথারিয়া সেই মত বিধানে।
মহাঋষি নেহারিল উচাটিত পরাণে।—
মিথুন ডুবেছে শূন্যে সে ভুবন-ছায়াতে।
জগৎ ছুলিছে বেগে ছিন্নমস্তা-মায়াতে॥

৭

স্তম্ভিত মহাঋষি মহামায়ানটনে।
নিরখে ভুবন আর, ঘোরতর রূপ তার,
তারার কর্কটশোভা ছিল যেথা গগনে,
সেখানে সে রাশি নাই মহামায়ানটনে।—
সেহ ঠাঁই এক্ষণ সেহ রাশি ডুবেছে।
ধূমাবতী-রূপিণী সে ভুবনে বসেছে॥

৮

মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে,
নেহারিতে মনোহর, সে মহাগগন'পর,
সুন্দর শোভাযুত মণ্ডল ঝলসে,
মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে।—
রাশিচক্রেতে বৃষ যেইখানে থাকিত।
ভীমা বগলাবিশ্ব এবে সেথা উদিত॥

বিমোহিত অন্তরে মহাঋষি নেহারে,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকায়া কাছে তার বিহারে।
কিবা মনোহর বেশ ধরেছে গগনদেশ,
মহাশূন্য বিভাসিত সে ভুবন আকারে।
মহাঋষি নিরখিলা বিমোহিত অন্তরে॥—

মাতঙ্গী-ভুবন এবে সে আকাশে ফুটেছে।

মীনরাশি মজ্জিত কোন্‌খানে ডুবেছে।

১০

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে

মণ্ডিত-কির-থির মঞ্জুল গগনে।—

নিরখিলা নারদ, কৌতুকে গদগদ,

রসপুরী রঞ্জিত সুন্দর বরণে,

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে।—

শ্বেত বারণ বারি চারি কুম্ভে ঢালিছে।

কমলাত্মিকাবিশ্ব মহাশূন্যে শোভিছে॥

শিবনারদবার্ত্তা

ললিত পয়ার

নারদ কাতর হেরি আদ্যাশক্তি-রঙ্গিমা।
শিবে ক'ন্, এ কি দেব, কিবা দেখি মহিমা॥
তত্ত্বচিন্তা করি ফিরি ভবপুরী ভিতরে।
না দেখিনু হেন রূপ কোনও ঠাঁই বিহরে॥
এ কি মায়া মহামায়া জড়াইলা জগতে।
এ দশ ভুবন মাঝে লহ, দেব, ভকতে॥
কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা।
হেরিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা॥

শুনি শিব ক'ন্, ঋষি, নিকটে না যাও রে।
কৌতুক-বিলাস-বেগ এখানে জুড়াও রে॥
বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব শিব ব্যর্থবাসনা।
সে রহস্য বুঝিবারে কেন চিত্তে কামনা॥
নারিবে হেরিতে সর্ব্ব হেরিবে যা সেখানে।
মনোব্যথা পাবে বৃথা ও ভুবন সন্ধানে॥
ভয়ঙ্করী মায়ালীলা অসহ সে সহনে।
বিধি বিষ্ণু পরাজিত নাহি সহে কল্পনে॥
সে রহস্য নিরখিতে নিকটে না যাও।
এখানে যা পাও তাহে বাসনা মিটাও॥

নারদ।—পাব না কি সতীনাথ, সৎস্বরূপা হেরিতে?
ভক্তিমালা পায়ে দিয়ে জগদম্বা পূজিতে?
হে হর শঙ্কর, পূরিল না বাসনা।
নারদের বৃথা জন্ম বৃথা ধর্ম্ম-যাপনা।

শিব।—হবে না হবে না, ঋষি, বৃথা তব সাধনা।
ভক্তে কি রে ভক্তাধীন পারে দিতে বেদনা?
ভবকেন্দ্র এই স্থান জানিও রে গেয়ানী।
দিবাসন্ধ্যা এইখানে সদা প্রাণি-মেলানি॥
মহাবিদ্যা-দশপুরী না করি' প্রবেশ।
জগতের জটিলতা বুঝহ বিশেষ॥

ললিত দীর্ঘত্রিপদী

নারদে আনন্দ তায়, দেখিল গগনগায়
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে।
বসন-ভূষণ-ছাঁদে মানব-নয়ন ধাঁধে,
বরণে অঙ্গের আভা জ্যোৎস্না যেন ধরেছে।—
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে॥
পবনে উড়িছে বাস্, কঠোর মধুর ভাষ,
কঠোর মধুর রসে রসনাতে ভরেছে,

হৃদয়দর্পণছায়া বদনেতে পড়েছে।—
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে॥
নানা বন্ধে বাঁধা চুল্, যেন বা শিরীষ ফুল্,
কিরণে কাহারও কেশ বিথারিয়া পড়েছে॥
বিবিধ-বরণ প্রাণী শূন্যপথে চলেছে।
তার মাঝে অগণন নিরখিলা তপোধন
বিমানেতে প্রাণিগণ বায়ুপথে চলেছে,
হৃদয়দর্পণছায়া বদনেতে ফুটেছে॥
প্রতি জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার,
নানা পাশ নানা ফাঁশে গলদেশে পরেছে।
বিবিধ শৃঙ্খলহার করপদ বেঁধেছে—
কত প্রাণী-হেন রূপে বায়ুপথে চলেছে।

ঋষি ক'ন্, মহাদেব, এ কি দেখি যোজনা।
কারা এরা, কহ হেন, সহে এত যাতনা॥
এরূপে শৃঙ্খলে বাঁধা, কে ইহারা কহ গো।
ভবনাথ, তব দাসে ভবঘোরে রাখ গো॥

জ্ঞানময় যত জীব, সদানন্দ কন্।
সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ॥
মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা।
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ে বেদনা।
আধ ভাঙা সাধ যত পরাণে জড়ায়।
অসুখে কতই দুখে জীবনে খেয়ায়।
দেবতুল্য বাসনায় ঊর্দ্ধদিকে গতি।
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দগ্ধমতি।—
মানবের নাম এরা জীবলোকে ধরে রে,
অসুখী পরাণী যত জগতী-ভিতরে রে।

দয়াময়! হর তবে সেই সব বন্ধনী।
মানবের পীড়া যায় সদা দিবারজনী॥

হর তবে তাহাদের দেহরূপ পিঞ্জরে,
মন-শিখা বাঁধা যাহে ধরা হেন বিবরে।
ফেল তবে ষড় রিপু-রজ্জুমালা ছিঁড়িয়া।
আশানল লহ, দেব, হৃদি হ'তে তুলিয়া॥
হর তবে অন্ধকার জীবনের যামিনী,
হর গো কুহকজাল আলো কর অবনী।
মানবের চিত্তমাঝে হেমময় মন্দিরে
স্ফটিকের মূর্ত্তি যত চূর্ণ হয় অচিরে,
নিবার কালেরে, দেব, ভাঙ্গিতে সে সব—
ধরাতে তবে গো সুখী হইবে মানব॥

শিব ক'ন্, হের ঋষি, অই সপ্ত ভুবনে।
যেখানে খুলে রে জীব জীবদেহ-বন্ধনে॥
মহাবিদ্যা দশ পুরি হের অই আকাশে।
আদ্যাশক্তিরূপে সতী লীলা যাহে প্রকাশে

নারদের মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন

লঘুললিত ত্রিপদী

শিব-বাক্যে ঋষি নারদ তখন
হেরিলা অনন্ত দেশ।
হেরিলা গগনে সে দশ ভুবন,
অপূর্ব্ব নবীন বেশ।—
যুড়ি দশ দিক্ জ্বলে দশ পুরি,
অদভুত আভা তায়।
অনন্ত উজল সে আলো-ছটাতে
অনল নিবিয়া যায়।
দেবঋষিবর আদ্যাশক্তিলীলা
দেখিতে তুলিলা আঁখি।

পলক না পড়ে স্থির নেত্রতারা
ক্ষণমাত্র শূন্যে দেখি ॥
বিশ্ব অন্ধকার দেখে তপোধন,
দৃষ্টিহারা চক্ষু দহে।
দুরন্ত কিরণে কাতর নারদ,
অন্ধের যাতনা সহে!
বুঝি মহেশ্বর ইঙ্গিতে তখন,
ললাট বিস্ফার করি।
সে বিষম তেজ রাখিলেন নিজ
ললাটলোচনে ধরি ॥
নিস্তেজ যখন, সে ঘোর কিরণ,
নারদে কহেন হর।
"অই দেখ ঋষি অনাদিভুবনে
শক্তিলীলা নিরন্তর ॥"
অভয় হৃদয়ে হেরিলা নারদ
শিববরে চক্ষু লভি।
দেখিলা শূন্যতে দুলিছে সঘনে
ভীষণ ব্রহ্মাণ্ডচ্ছবি ॥
তাম্রবর্ণ যথা দিবাকর-কায়া
ডুবিলে রাহুর গ্রাসে।
দেখিতে তেমতি সে ভীম ব্রহ্মাণ্ড
অঙ্গে আভা পরকাশে ॥
রুধিরের ধারা চারি ধারে বহে,
বসুধারা যেন ধায়।
সে ঘোর জগৎ জীবে নিরখিলে
হৃদয় শুখায়ে যায় ॥
বহিছে উচ্ছ্বাস, সে জগত পূরি,
অম্বর বিদার করি।
প্রলয়ের ঝড় বহে যেন দূরে
অরণ্য নিশ্বাসে ভরি!

কিম্বা যেন হয় লক্ষ
পূরিয়া শোকের তানে—
তেমতি প্রচণ্ড দারুণ উচ্ছ্বাস
নিনাদে ঋষির কাণে।
দয়াময় ঋষি নিদারুণ ধ্বনি
শ্রবণে বিষাদ প্রাণে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে শিবপদে
জীববৃন্দ-শোকগানে।
চেতন পাইয়া চেতন-আনন্দ
শিববরে পুনর্ব্বার।
নয়নে গলিত দর অশ্রুধারা,
হৃদয়ে বেদনাভার॥
নিরানন্দ চিতে সদানন্দ ঋষি
কহেন কাতর মন।
"হে শিব শঙ্কর জীবে দয়া কর
নিবার ভবক্রন্দন॥
জীবদেহ ধরি জীবের ক্রন্দনে
হৃদয়ে বেদনা পাই।
না কাঁদে পরাণী ত্রিলোক ভিতরে
নাহি কি এমন ঠাঁই?
তুমি আশুতোষ, তব ভক্ত আমি,
গূঢ় তত্ত্ব নাহি জানি।
জীবদুঃখে, দেব, রোগ কিম্বা শোকে,
নিয়ত কাঁদে পরাণী॥
নারদের ঠাঁই ত্রিভুবনে তাই
কোনও খানে নাহি মিলে।
বেড়াই ঘুরিয়া ত্রৈলোক্য যুড়িয়া
বিভুনাম করি নিখিলে॥
জননী আমার সতী শুভঙ্করী
তুমি, দেব, পিতাসম।

তবু কি কারণ এ দীন পরাণে
এরূপে আঘাতে যম।”
শুনিয়া কাতর দেব-ঋষীশ্বর
মহেশ্বর ক’ন্ বাণী।—
“শুন তপোধন না কাঁদে পরাণে
নাহিক এমন প্রাণী॥
কিবা দেব নর, ব্রহ্মাণ্ড ভিতর,
জীবদেহ ধরে যেই।
যমের তাড়না, রিপুর যাতনা,
হৃদয়ে ধরে রে সেই॥
জীবের জীবনে সে দৃঢ় বন্ধন
দেখিতে বাসনা যার।
হৃদয়-বেদনা, সমূহ যাতনা,
পরাণে জাগিবে তার॥
আদ্যাশক্তিবলে, যে নিয়ম চলে,
অনাদি যাহার মূল,
নিরখিবে যদি হের দশ রূপ,
ভবার্ণবে পাবে কূল॥

মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড

লঘুভঙ্গ পয়ার

মহাঋষি নিরখিলা কালিকার জগতী।
মহাশূন্যে ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর মূরতি॥
দলমল্ টলটল্ আপনার ভ্রমণে।
ছুলে যেন চক্রনেমি অতিদ্রুত গমনে॥
হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী॥

সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে॥
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করালবদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে॥
ঘুরে ঘুরে শূন্যদেশে বিশ্বকায়া ফিরিল।
বিভীষণ চিত্র এক নেত্রপথে ধরিল॥—
অন্তহীন হিমরাশি হিমালয় আকারে,
ধবলের চূড়া যেন ধূধূ করে তুষারে।
নিরখিলা মহাঋষি বিথারিত নয়নে।
প্রলয়ের ঘোর বহ্নি হিম দহে দহনে॥
খণ্ড হয়ে হিমরাশি চণ্ডমূর্ত্তি ধরিয়া।
ভীম শব্দে পড়িতেছে মহাশূন্যে খসিয়া॥
ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন কালান্তের নিনাদে।
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ- পুরী কাঁপে শবদে॥
প্রতিধ্বনি ঘনঘোর মহাকাশে ছুটিল।
দশ দিকে দশ বিশ্ব ঘন ঘন ছুলিল॥

দ্রুত ঘনপদীচ্ছন্দঃ*

নারদ ঋষিবর কম্পিত থরথর
বিশ্ব-বিদারণ হুঙ্কার শ্রবণে।
মানস বিচলিত নেত্র বিকাশিত
সংবৃত শ্রুতিপথ নিরখিলা গগনে॥

* (—) এইরূপ চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ, এবং পদের অন্তে স্থিত 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে।

নিরখিলা অম্বরে অন্য মূরতি ধ'রে

চণ্ডিকা-মহাপুরী পুনরপি ফিরিল।

পুনরপি দুঃসহ দৃশ্য ভয়াবহ

শক্তি-কেলিক্রম প্রকটিত করিল॥

দেখিল স্রোতময়, খেলিছে বীচিচয়,

শোণিত-অর্ণব কলকল ডাকিছে।

শুক্তি শম্বুক শাখ্ মুখব্যাদান ফাঁক্

রক্তজলধিদেহ লেহি লেহি চলিছে॥

পন্নগ সুভীষণ ফটা-প্রসারণ

উৎকট-গর্জ্জন তরঙ্গে দুলিছে।

কূর্ম্ম কমঠীকূট ঊর্ম্মিতে লটপট

লোহিততৃষাতুর সংপুট খুলিছে॥

শ্বাপদ হৃদি ক্রূর শার্দ্দূল কুক্কুর

লোলরসনা তুলি সিন্ধুতে ভাসিছে।

উদ্ভিজ্জগণও তাহে স্বদেহ অবগাহে

রক্ত-পিপাসু হয়ে শোণিত শুষিছে॥

অ-চিন্ত্য লীলা সেহ, না বুঝে মানব কেহ,

আদ্যা প্রকৃতিরূপ সে জগতে ফুটিছে।

'সংহার্'—'সংহার্' ভিন্ন নাহিক আর,
— — —
রক্ষিতে নিজ নিজ এ উহারে গ্রাসিছে ॥

ললিত পয়ার

দয়ার্দ্রচিত ঋষি মহাদেবে কহিলা।—
"এ কি দেব-ঈশ্বর, মা আমার মহিলা ॥
উৎকট ইহ লীলা তাঁহারে কি সম্ভবে ?
সতী কি অশিব, শিব, আছিলেন এ ভবে ?
জীবদুঃখ তবে কি গো অনাত্মারি রচনা ?
অদম্য তবে কি, দেব, পরাণীর যাতনা ?
জগৎ-সৃজন-লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে !
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেবশরীরে !
এ চণ্ড বিদ্যুত-দ্যুতি কেন দিয়ে পরাণে,
কাঁদাইছ জীবলোক মায়াডোর বন্ধনে ?
তত্ত্বাতত্ত্ব নাহি বুঝি তব ভক্ত, ঈশ্বর,
না বুঝি তোমার, দেব, কি কঠোর অন্তর ॥
ভক্তগণে দিয়ে ক্লেশ নিজে কর ভঙ্গিমা।
না জানি জগদ্বন্ধু, এ কি তব মহিমা!"
স্মরহর শঙ্কর কহিলেন নারদে।—
"সর্ব্বদুঃখ দমনীয় মুক্তি আছে বিপদে ॥
জানিবি রে নিরখিবি যবে অন্য ভুবনে।
বিরাজিতা সতী যাহে জীবদুঃখ-হরণে ॥"

ললিত ত্রিপদী

হেন কালে সুবিচল মহাঋষি নিরখিল
কালরূপিণী চণ্ডী কালিকার ভুবনে—
বিখণ্ডিত নরদেহ পড়ে পচা শব সহ,
রুধিরে মুষলধারা, ধারা যেন শ্রাবণে।

জনমিছে পুনঃ তায় পশু-পক্ষী-নর-কায়,
সংগ্রামে পুনরায় এ উহারে বধিছে।
জীবন-ধারণ হেতু ভবের কলঙ্ককেতু
কাহারও নাসিকা নাই, কারও মুণ্ড ঝুলিছে।

কেহ নিজ মুণ্ড কাটে, জীয়ে পুনঃ রক্ত চাটে,
শাঁকিনীরূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া।
অস্থি ঝরিছে অঙ্গে, মাংস ঝরিছে সঙ্গে,
কাঁদে জীব উচ্চ নাদে তারা নাম ডাকিয়া॥

কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে ছুটিছে তাদের সঙ্গে
খিলি খিলি হাসি মুখে, কি বিকট ভঙ্গিমা।
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া করে করতালি দিয়া,
ডাকিনী ধাইছে কত—সৃক্কণী রক্তিমা।

জগতে যতেক মন্দ চলেছে ডাকিনীবৃন্দ,
ললাটের ঘোর ছটা উৎকট ছুটিছে,
রুধিরবদনা বামা ত্রিনয়না ঘোর শ্যামা,
বহ্নি বরুণ বায়ু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে;

জড় প্রকৃতির ছলে শবদেহ পদতলে—
নৃমুণ্ডমালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে।
সংহার নিরূপণ রদনেতে বিদারণ
শিশুকর কড়মড়ি চর্ব্বণে গিলিছে।

লতিকাপদী

সদানন্দ ঋষি নিরানন্দ মন
কহেন তখন শঙ্করে।
দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা,
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে॥
এ ঘোর রহস্য পারি না সহিতে,
দেখাও আমারে জননী।

যিনি সতীরূপে সংসারপালিকা
সর্ব্বজীবদুঃখহারিণী ॥

না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্,
ভূতেশ কহেন নারদে।
দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা,
মোচন আছে রে আপদে ॥
কলা মাত্র তার হেরিলা নয়নে,
অনাদ্যার আদিজগতে।
পূর্ণ সুখ ইহজগতভাণ্ডারে,
দেখিতে পাবি রে পশ্চাতে ॥
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী,
ক্রমে জীব পূর্ণকামনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা ॥
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী ॥

শুনিয়া নারদ কহিলা শঙ্করে,
নারিব হেরিতে নয়নে।
প্রচণ্ড প্রভাত আদ্যাশক্তিলীলা
নিগূঢ় ও সব ভুবনে ॥
কহ ক্ষেমঙ্কর, দাসে ক্ষমা করি,
বচনে জুড়ায়ে পরাণী।
কোন্ বিশ্ব-মাঝে কিবা রূপ ধরি
ক্রীড়াতে নিরতা ভবানী ॥

দেব আশুতোষ কহিলা ঋষিরে,
অম্বরে দেখ রে নেহারি।

পরে পরে পরে জগতীমণ্ডল
রয়েছে গগনে বিথারি ॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরি শক্তিরূপা
জীবের নিস্তার-কারণে ।
হের ঋষি অই তারার ভুবন
উজলিছে কিবা গগনে ॥

২। তারামূর্ত্তি

ধীর ঘনপদীচ্ছন্দ

ভীমা লম্বোদরা ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরা,
খর্ব্ব আকৃতি বামা নৃমুণ্ডমালিনী ।
জটা-বিভূষণা পিঙ্গল-বরণা—
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী ॥
খড়্গ কর্ত্তরী করে কপাল্ উৎপল ধরে,
রক্তিম রবিচ্ছবি দৃশ্য ত্রিনয়নে ।
জ্বলন্ত চিতামাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে,
লোল-রসনা বামা ঘোর হাসি বদনে ॥—
জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে ॥

৩। ষোড়শী

নেহার তাঁর পাশে কি জ্যোতি দেহে ভাসে,
শ্বেতবরণ বামা পূর্ণকলা কামিনী ।

প্রেমসঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে
ঐখানে রাজিছে ষোড়শী-রূপিণী ॥

৪। ভুবনেশ্বরী

তা জিনি সুন্দর উন্নত শোভাধর
ভুবনেশ্বরী ঋষি, হের তাঁর নিকটে।
পীনস্তনী বামা প্রফুল্লা ত্রিনয়না
প্রভাত-আভা দেহে, ইন্দু-ভাতি কিরীটে ॥
অঙ্কুশাভয়বর পাশ-সজ্জিত কর
সর্ব্ব-মঙ্গলা সতী জীব-দুঃখ বিনাশে।
সদা সুহাস্যযুতা ঐখানে বিরাজিতা—
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে ॥

৫। ভৈরবীমূর্ত্তি

তার উপর আর নেহার ঋষিবর
কিবা শোভা সুন্দর ভৈরবী ভুবনে।
মাল্যে সুশোভিত মস্তক বিভূষিত,
রক্ত-লেপিত স্তন, বৃতা রক্তবসনে ॥
জ্ঞান-অভয়-দাত্রী জীব-উদ্ধার-কর্ত্রী—
সহস্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারিণী।

রত্ন কিরীটময়　　　চন্দ্র উদয় হয়
ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবী-রূপিণী ॥

৬। মাতঙ্গীমূর্ত্তি

সুচারু মন-হর　　　হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে—
বীণা বাজিছে করে　　　বাদনে থরে থরে
কুন্তল দলমল সুন্দর বদনে ॥
কলহংস শোভা সম　　　শ্বেত মাল্য নিরুপম,
শ্যামাঙ্গী শঙ্খের বালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি তুলি ভবতলে　　　সর্ব্ব-জীব-দুঃখ দলে
মাতঙ্গীর রূপ সতী পদ্মদলে বসেছে ॥

৭। ধূমাবতী

কাছে তার্ দলমল　　　যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে—
দীর্ঘা, বিরলরদ,　　　শুভ্রবরণ চ্ছদ,
কুটিলনয়না বামা ধূমাবতী ধরণে ॥
লম্বিত-পয়োধরা　　　ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীব-দুঃখ বিনাশে।

শ্রম-কান্ত প্রাণিক্লেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে।
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে॥

৮-৯। বগলা ও ছিন্নমস্তা

জীব নিস্তারে সতী ঐ হের চিন্তাবতী
দারিদ্র্যদলনীরূপ বগলার শরীরে।
হের আর ঊর্দ্ধদেশে মদনোন্মত্তার বেশে
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে॥
বিকট উৎকট ফূর্ত্তি বিপরীতরতিমূর্ত্তি
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া।
আপনার ঘৃণাকর নগ্নবেশ ঘোরতর
বিশ্বময় দেখাইছে নিজ রক্ত শুষিয়া॥

১০। মহালক্ষ্মী

নেহার তারপরি, শোভে কমলার পুরী,
রোগ শোক তাপ হরি, জীবিতের জীবনে।
কিবা বেশ সুমোহন, লীলারসে নিমগন,
পরমাপ্রকৃতি সতী সর্ব্ব শেষ ভুবনে॥

স্মুবর্ণবরণোত্তম কটিতে পিন্ধন ক্ষোম,
স্বর্ণ ঘটে চারি করী শিরে নীর ঢালিছে।
পদ্মাসনা, করে পদ্ম, সতী সর্ব্ব সুখসদ্ম,
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব দুঃখ হরিছে॥

ললিত দীর্ঘ ত্রিপদী

আনন্দে হৃদয় ভরি, দেবঋষি বীণা ধরি,
তারে তার মিলাইয়া ঝঙ্কার তুলিল।
নিবিড় রহস্যসুধা পানে জুড়াইয়ে ক্ষুধা,
মধুর সঙ্গীতস্রোতে মহাঋষি ডুবিল॥
ছুটিল বীণার স্বর, ছুটে যেন নির্ঝর,
হৃদয় প্লাবন করি সুগভীর বাদনে।
"প্রকৃতির আদি লীলা ভবে কেবা নিরখিলা?"—
মহাঋষি গাইলেন বিকলিত বচনে॥
"জগৎ অশুভ নয়, কালেতে হইবে লয়
জীবদুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।
এই কথা বুঝে সার আনন্দে নিনাদ তার
সত্যপথে রাখি মন অনাদ্যার স্মরণে॥
লিখি বুকে মোক্ষ নাম পূরা, জীব, মনস্কাম,
'নিখিল নিস্তার পাবে' শিব কৈলা আপনি।
লক্ষ্য করি তারি পথ চালা নিত্য মনোরথ
জীবজন্মে ভয় কি রে?—জগদম্বা জননী!
ডাক্ বীণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক্ রে আনন্দভরে
নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে।
সকলের মূলাধার সকল মঙ্গলসার,
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে॥
জড় জীব দেহ মন যাঁ। হইতে প্রকটন,
অনুক্ষণ সেই রূপ হৃদিমাঝে জাগা রে।

পাই যেন পুনরায় পূজিতে সে রাঙা পায়
জগৎ মধুর করি **তারা**নাম শুনা রে ॥"

ভঙ্গপদী পয়ার

নারদের গানে শিব শঙ্কর মোহিল।
বিদীর্ণ রসাতলে পদতল পশিল ॥
ধীরে বিপুল দেহ ক্রমে বাড়ে সঘনে।
ধূর্জ্জটি-জটাজূট পুনঃ ছুটে গগনে ॥
চণ্ড প্রকৃতি-লীলা মিলাইল চকিতে।
অম্বরে বায়ু মেঘ ছড়াইল ত্বরিতে ॥
উজ্জ্বল দিনমণি পুনঃ পেয়ে কিরণে।
দেখা দিল সুন্দর জগতের নয়নে ॥
পুনঃ সে দ্বাদশ রাশি নিজ নিজ আলয়ে।
মনোহর বেশ ধরে জগতের উদয়ে।
ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য বদনে ॥
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতধারা তরসে ॥
পতঙ্গ কীট পশু পুনঃ পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে ॥
মিলাইল দশ রূপ, উমারূপ ধরিল।
হরগৌরীরূপে সতী হিমালয়ে উদিল ॥
হাসিল কৈলাসপুরী **উমা** হেরি নয়নে।
কেশরী বৃষভ ছুটি লুটাইল চরণে ॥
'ববম্, ববম্' ধ্বনি শিব ধরিল।
মহাঋষি পুলকিত শিবশিবা পূজিল ॥

সমাপ্ত